টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
R
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—**সদরঘাট** * ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল,
রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, বেবী সাইকেল,
পেরামবুলেটর প্রভৃতি ক্রয়ের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
★
সুদক্ষ কারিগর দ্বারা যত্নসহকারে সাইকেল
মেরামত করিয়া থাকি।

৫৯শ বর্ষ
৪৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৭ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
২১শে মার্চ্চ, ১৯৭৩

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

॥ পদ্মার ভাঙ্গন রোধে ॥

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১৫ই মার্চ্চ—ভাগীরথীর উৎসমুখ বিশ্বনাথপুরের উজান ও ভাটিতে এবং কুতুবপুরে পদ্মার ভাঙ্গন রোধ বিষয়ে কোলকাতায় ফরাক্কা ব্যারেজের কারিগরী উপদেষ্টা কমিটির সম্প্রতি এক বৈঠক হয়ে গেল। কি ধরণের এবং কতটা ব্যবস্থা অবলম্বিত হলে ভাঙ্গন রোধ করা যায় সে বিষয়ে অবিলম্বে সরজমিনে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করবার জন্য একটি সাব-কমিটি গঠিত হয়েছে ওই সভায়। ইতোমধ্যে ব্যারেজের তরফ থেকে ওই সমস্ত ভাঙ্গন-বিধ্বস্ত এলাকায় বোরিং অপারেশন সমাপ্ত হয়েছে। যে ধরণেরই ব্যবস্থা অবলম্বিত হোক তার জন্য যে পাথর দরকার, কমিটি বিশ্বনাথপুর এবং কুতুবপুর এলাকায় পাথর জমায়েৎ করার ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। ওই সভায় যাঁরা যোগদান করেন তাঁদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের, কেন্দ্রীয় জল বিদ্যুৎ কমিশন, গঙ্গা-বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশন এবং পুণার কেন্দ্রীয় নদী গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিনিধিগণ ছিলেন। এ ছাড়াও ফরাক্কার ফীডার ক্যানেলের পশ্চিম ধারের বন্যা এবং বৃষ্টির আবদ্ধ জল নিষ্কাশন বিষয়েও আলোচনা করা হয়।

শ্রীত্রিদিব চৌধুরীর ভাঙ্গন এলাকা পরিদর্শন

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

রঘুনাথগঞ্জ, ২০শে মার্চ্চ—আজ সংসদ সদস্য শ্রীত্রিদিব চৌধুরী জঙ্গিপুর মহকুমা গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ আন্দোলন কমিটির আমন্ত্রণে মিঠিপুর, খেজুরতলা প্রভৃতি এলাকার ভাঙ্গন পরিদর্শন করেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। আমরাও শ্রীচৌধুরীর সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করি। মিঠিপুরের শ্রীভূপতিভূষণ সিংহ রায় জানালেন—সাত বৎসর আগেও দুই মাইল দূরে পদ্মা ছিল। গত এক বৎসরের মধ্যেই এক মাইলেরও বেশী এলাকা পদ্মায় বিলীন হয়ে গেছে। গত সাত মাসের ভাঙ্গনে প্রায় দুই হাজার বস্তীর মানুষকে নিরাশ্রয় হতে হয়েছে। ভাঙ্গনের সময় পাক্ষিক খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়েছিল। পরে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে এক কাঠা জমি এবং ১৫০ টাকা নগদ অথবা ২৫০ টাকা নগদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত স্থানীয় প্রশাসকগণ নিয়েছেন।

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জঙ্গিপুর মহকুমা শিক্ষক সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে বেতনঘাটতিভিত্তিক অনুদানের সরকারী সার্কুলার ধিকৃত
ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আহ্বান

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

জঙ্গিপুর, ১৭ই মার্চ্চ—আজ বিকাল ৪টায় জঙ্গিপুর টাউন হলে জঙ্গিপুর মহকুমা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির (এ, বি, টি, এ) বার্ষিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়। রাজ্য সরকারের ৪/৩/৭৩ তারিখের সারকুলারকে কেন্দ্র করে শিক্ষক প্রতিনিধিরা একযোগে ধিক্কারে সোচ্চার হন।

সভাপতি শ্রীদেবপ্রসাদ রায় শর্ম্মার প্রস্তাবক্রমে শহীদ স্মরণে দু মিনিট নীরবতা পালন করে সম্মেলনের কাজ আরম্ভ হয়। বিদায়ী সম্পাদক শ্রীজগদিন্দু সান্যাল সমিতির দু'বছরের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। তিনি বলেন, নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে মহকুমা শিক্ষক সমিতি চলেছে। বন্যা ও খরায় এই সমিতি আর্থিক দিক দিয়ে না পারলেও সেবা ও সহানুভূতি দিয়ে যথাসাধ্য কাজ করেছে। বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সমিতির ডাকে কনভেনশন, অবস্থান বিক্ষোভ প্রভৃতিতে সহযোগিতা করেছে। তিনি বলেন যে, রাজ্য সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতির জলন্ত সাক্ষী সাম্প্রতিক বেতনঘাটতিভিত্তিক অনুদানের বঞ্চনামূলক সারকুলারে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিপর্যস্ত করার অপকৌশলকে আন্দোলনের মাধ্যমে রুখতে হবে।

জেলা শিক্ষক সমিতির অন্যতম নেতা শ্রীসুনীতি বিশ্বাস তাঁর দীর্ঘভাষণে শাসকপক্ষের শিক্ষাসঙ্কোচ নীতিকে ধিক্কার দিয়ে বলেন রাজ্য সরকারের ষ্টাফ্-প্যাটার্ণ ও বেতনঘাটতিভিত্তিক অনুদানের সারকুলার দুটি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 'এ্যান্ এ্যাপ্রোচ পেপার টু দি ফোর্থ ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান' এ শিক্ষার সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা শিক্ষা ও শিক্ষকের উপর প্রচণ্ড আঘাত। শ্রীবিশ্বাস রাজ্য সরকারের এই সারকুলার দুটিকে একটি যোগসূত্রের মধ্যে দেখিয়ে বলেন যে, এতে করে শিক্ষার বরাদ্দ না বাড়িয়ে বরং কমিয়ে দিয়ে শিক্ষকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বে ভ্য দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই চৈত্র বুধবার সন ১৩৭৯ সাল

॥ জাগিয়া ঘুমাইবেন না ॥

জঙ্গিপুর শহরের আশেপাশের গ্রামগুলিতে কিছু কিছু তাঁতশিল্পী আছেন। তাঁহারা ডল সুতা কিনিয়া কাপড় বুনিয়া অন্নসংস্থান করেন। পুরুষানুক্রমে ইহাই তাঁহাদের জীবিকা। কিন্তু বর্তমানে এই তাঁতশিল্পীদের ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হইয়াছে। ডল সুতা অত্যন্ত চড়া দরে বাধ্য হইয়া কিনিয়া যে কাপড় তাঁহারা বাজারে ছাড়িতেছেন, তাহা প্রতিযোগিতায় হারিয়া যাইতেছে। কেন না, এই সুতার দর বাঁধিয়া দেওয়া হয় নাই। বাংলার বাহিরের শিল্পীরা এই সুতা যে দরে পাইয়া থাকেন, বাঙ্গালী শিল্পীদের তাহার চেয়ে অনেক বেশী দরে কিনিতে হইতেছে।

গ্রামীণ শিল্পের ব্যাপক প্রসার ও উন্নয়ন ঘটাইবার পরিচয় ইহা নহে। বাংলার গ্রামের তাঁতশিল্প মুমূর্ষু। প্রসঙ্গত বাংলার কাপড়ের কলগুলির কথা আসে। একই তুলা আহমেদাবাদী মিল মালিক কম দরে পান, অথচ বাংলার মিল মালিকদের তাহা বেশী দরে কিনিতে হয়। বাংলার কাপড়ের কল যখন বিকল, তখন সেখানকার কলগুলিতে বাজার দখল করিয়া অর্থাগমের কলধ্বনি শুনা যায়। বণ্টনবৈষম্য এবং দরবৈষম্যের ফলশ্রুতি ইহাই।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের উৎপাদন স্থলে উৎসাদন ঘটিতেছে। সরকারী অর্থানুকূল্যের লোভে এখানকার বহু শিল্প বোম্বাই-গুজরাটে পাড়ি দিয়াছে। বাংলার পাটচাষী পাটের ন্যায্য দাম পান না। সরিষা আমদানী করিতে বর্দ্ধিত রেল মাশুল দিতে হয়, সরিষার তেলের জন্য দিতে হয় না। অর্থাৎ বাঙ্গালীর তেলকল স্তব্ধ থাক, অবাঙ্গালী তেলী পুষ্ট হউক। ইহাই সুষ্ঠু শিল্পনীতি।

কিন্তু উপেক্ষিত এই রাজ্যের ভাগ্যে আছে শুধু বঞ্চনা—যাহা দেখিবার কেহ নাই। এখানকার প্রায় বেকার তাঁতশিল্পীদের দুঃসহ দিনযাপনের গ্লানির কথা ভাবিবার কেহ নাই। বর্তমানে 'মেহনতী মানুষ' কথাটা প্রচারকার্যে ব্যবহার করা সব দলেরই একটা ফ্যাশন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় এম, পি-গণ, মাননীয় এম, এল, এ-রা ও দরদী রাজনৈতিক দলগুলির মাতব্বরেরা অনুগ্রহপূর্বক আর জাগিয়া ঘুমাইবেন না।

॥ মুড়ির বস্তা ॥

শরীর নামক মহাশয় সবই সহিতেছেন। খাদ্যে-পানীয়ে-ঔষধে ব্যাপক ও দ্বিধাহীন ভেজাল আমরা নির্দ্বিধায় গলাধঃকরণ করিয়া 'ইম্‌মিউন্‌ড্‌' হইয়া গিয়াছি। ভেজাল এখন 'সর্বজনস্য ইদম্—সর্বজনীনম্'। ভেজাল বন্ধের জন্য আর ঝাণ্ডা উঁচা ন রহে হামারা। ভেজাল শিল্পের কারবারীরা হাত গুটাইলে তাঁহাদের কৃপাবঞ্চিত তাবৎ দলগুলি ব্যাপক অর্থ-অপুষ্টি রোগে ভুগিবে, ভোটে অসুবিধা ঘটিবে, দল-কোন্দল বন্ধ হইবে, দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হইবে।

তবে অসংরক্ষিত খাদ্যসামগ্রী সম্পর্কে আমাদের বিশেষ আপত্তি। সকলেই দেখিয়াছেন, চকিগুড় কিভাবে ছিন্নচটাবৃত এবং রাস্তা, ট্রেণ প্রভৃতির ধূলিমলিন হইয়া দোকানে হাজির হয়। বিক্রয়-কালীন গুঁতা খাইয়া ময়লাজীবাণুতে কৃষ্ণময় হইয়া যায়। সম্প্রতি একটি চিত্র অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। আজিমগঞ্জ ষ্টেশনে ধুলিয়ানগামী আপ ট্রেণগুলিতে বিশেষ করিয়া ৩৩৩নং আপ ট্রেণে অসংখ্য মুড়ির বস্তা উঠে। জঙ্গিপুর ষ্টেশনে ঐ বস্তা অনেক নামে। কেজিপ্রতি ২৲ টাকায় কিনিয়া কারবারীরা এখানকার দোকানে ও বাড়ীতে বাড়ীতে ২·২৫ টাকা/২·৫০ টা কেজি দরে বিক্রয় করে। অধিকাংশ বস্তার মধ্য হইতে মুড়ি উঁকি মারে। আর ট্রেণের মেঝেয় কোথাও কাশ-থুথু, কোথাও ছোট ছেলের বমি প্রভৃতি এবং নানা আবর্জনার সংস্পর্শে আসে। ঐরূপ মুড়ির বস্তা যাত্রীর পাদপীঠেরও কাজ করে। অতি সাবধানী কারবারীদের কেহ বা পায়খানায় বস্তা লুকাইয়া রাখে।

সাক্ষাৎভাবে এই অপকর্ম দেখিয়া মুড়িতে অরুচি জন্মিয়াছে। যাঁহারা দেখেন নাই, শুনিয়া জন্মিতে পারে। জনস্বাস্থ্য বিভাগ তৎপর হইয়া এমন ব্যবস্থা করুন যাহাতে মুড়ি যেন সংরক্ষিতভাবে (যতদূর সম্ভব) আসে। তাহা না হইলে এই মুড়ি গিলিয়া ডাক্তারের ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স বাড়াইবার ঘটি-বাটিও যখন পাওয়া যাইবে না তখন সরকারী হাসপাতালের রঙীন জল খাইতে হইবে।

পুরাতনী

সম্পাদনা : শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

অধিবাসের ঠেলা

(বাসর বন্দী হল কারাবন্দী)

সুদানে বিবাহের এক মজার প্রথা আছে। যদ্যপি একাধিক বর কোন যুবতীর পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে এক পরীক্ষা দিতে হয়। পাণিপ্রার্থিগণ এক প্রকাশ্য স্থানে উপস্থিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে যষ্টি বা বেত্র দ্বারা সমান সংখ্যক আঘাত করিবে। যে এই বেত্রাঘাত অধিকক্ষণ অম্লান বদনে সহ্য করিতে পারিবে, যুবতী তাহাকেই বরমাল্য প্রদান করিবেন। সম্প্রতি নর্থ-খার্টুমের অনতিদূরে হিলেট এল-ভাবি নামক স্থানে এইরূপ বিবাহ হইয়াছে। এক্ষেত্রে উল্লেখিত প্রতিযোগিতায় পাণিপ্রার্থিযুগলের একজন ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে। জামাতা বাবাজী কারাগৃহে অবস্থান করিতেছেন।

জঙ্গিপুর সংবাদ : ২১/৩/১৩২৩ ইং ৫/৭/১৯১৬

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা

রঘুনাথগঞ্জ, ২০শে মার্চ—আজ হতে সর্বত্র উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হল। পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তার জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা-শাসক পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির চারিদিকে ১৪৪ ধারা জারী করেছেন। কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়া প্রথম দিনের পরীক্ষা গ্রহণ মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হয়।

বলছি—আমি আছি

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১৫ই মার্চ্চ—বলছি। তবে হক কথা বললে নাকি সকলের, বিশেষ করে নেতাদের সহ্য হওয়া কঠিন। তাঁরা চান এক তরফা ললিত বাণী শোনাতে। ভালোও লাগে শুনতে, অবশ্য যদি মোহান্ধ থাকেন শ্রোতৃবর্গ।

ফরাক্কা কেন্দ্র এলাকায় বর্ত্তমানে এম, এল, বি, প্রতিনিধিত্ব করছেন, অবশ্য ভাসা ভাসা মন আর চাতুর্য্যপূর্ণ কার্য্যকলাপ নিয়ে। এ কেন্দ্রের নির্বাচিত, এখন পর্য্যন্ত প্রাক্তন, কমঃ জেরাত আলি এম, এল, ডি-পারটির নির্দ্দেশে দায়মুক্ত। সুতী কেন্দ্রেও ওই হাল ছিল। ভাগ্যিস শিসমহম্মদ সাহেব সময়মত হাল ধরেছেন। কিছু হোক আর না হোক, দাবী তো রাখছেন! তিনি বর্ত্তমানে এম, এল, এ। ফরাক্কার এম, এল, এ গোড়া থেকে এম, এল, ডি হওয়ায় ওয়াজেদ আলি এম, এল, বি, হিসাবে কাজ চালাচ্ছেন। কিন্তু গোল বেধেছে ওইখানেই। ফরাক্কা যুব কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃপদ নিয়ে মন কষাকষি সুরু হয়েছে। তবে জুদ্দা এখনো হয়নি কাগজে কলমে। মদৎ দিচ্ছেন ভাগ্যন্বেষীদ্বয়। ফরাক্কা সব দিক দিয়েই অবহেলিত, রাজ্য সরকারের চাকুরীগত সুযোগ সুবিধে থেকেও। পিতৃহীন কিনা! মন্ত্রী সাত্তার সাহেব আর অতীশ সিংহ ঘর গোছাচ্ছেন। চক্কর মারলেই দেখতে পাবেন, শুনতে তো পাবেনই। কেউ-ই কি নেই যে শক্ত হাতে হাল ধরে বলতে পারেন 'আমি আছি!"

সাগরদীঘিতে মুর্শিদাবাদ জেলা চৌকিদার, দফাদার ও পঞ্চায়েত আদায়কারী সম্মেলন

সাগরদীঘি, ১৭ই মার্চ্চ—আজ এখানে (সেখপাড়া স্কুল ময়দানে) মুর্শিদাবাদ জেলা চৌকিদার, দফাদার ও পঞ্চায়েত আদায়কারী সম্মেলনে মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনার ফলাফলের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সফলতার জন্য পাঁচ দফা কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবগুলি হল: ১। পঃ বঙ্গের সমস্ত চৌকিদার, দফাদারদের বেতন সরকারকে নিয়মিত পেমেণ্ট করতে হবে, ২। মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স আদায়কারীদের সমতুল বেতন ধার্য্য করতে হবে, ৩। তাঁদের চাকরী বিধিবদ্ধ ও সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন করতে হবে, ৪। ন্যায্য মহার্ঘ ভাতা অবিলম্বে ধার্য্য করতে হবে এবং ৫। সরকারী অনুমোদন ছাড়া ছাঁটাই বা নিয়োগ বে-আইনী ঘোষণা করতে হবে। এই পাঁচ দফা কার্য্যসূচীকে সফল করার জন্য সংঘবদ্ধভাবে সকলকে কলকাতায় জমায়েত হবার আহ্বান জানানো হয়।

এই সম্মেলনে পঃ বঙ্গ রাজ্য কমিটির আগামী ২১শে ও ২২শে মে অবস্থান ধর্মঘটের সিদ্ধান্তকে পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়। পাঁচজন সদস্য নিয়ে বীরভূম-মুর্শিদাবাদ জেলা চৌকিদার, দফাদার ও পঞ্চায়েত আদায়কারী সংঘের একটা অস্থায়ী জেলা কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি এবং সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে মহঃ আনসার আলী এবং ডাঃ আলি রেজা।

অফিস আছে, অফিসার নাই

সাগরদীঘি, ১৯শে মার্চ্চ—এখানকার সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে দীর্ঘদিন থেকে কোন সাব-রেজিষ্ট্রার নাই। ইতিপূর্বে একজন ছিলেন, বদলি হওয়ায় তিনি অন্যত্র চলে গেছেন। তারপর থেকে আর কোন সাব-রেজিষ্ট্রার এখানে যোগদান করেননি। ফলে যাঁরা রেজিষ্ট্রী করতে আসেন তাঁদেরকে ভয়ানক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কর্ত্তৃপক্ষ অফিসে সপ্তাহে মাত্র দুই দিন অফিস খোলা রাখার বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন। ঐ দুই দিন জঙ্গিপুরের সাব-রেজিষ্ট্রার এসে অফিসের কাজকর্ম চালিয়ে যান। বাকী চারদিন অফিসের কাজ বন্ধ থাকে। ফলে জনসাধারণকে হয়রাণ হতে হচ্ছে। এখানে অফিস থাকা সত্ত্বেও ঐ চারদিন তাঁদেরকে জঙ্গিপুর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে ছুটতে হয়।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

আহিরণ, ১৭ই মার্চ্চ—গত ৪ঠা মার্চ্চ তারাপুর এ্যাণ্ড কোম্পানীর একজন শ্রমিককে কে বা কারা নৃশংসভাবে হত্যা করে।

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী শ্রীভক্তিভূষণ দাস (৪৫) নামে আরও একজন বৃদ্ধকে এই অঞ্চলে হত্যা করা হয়েছিল। এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বহরমপুর, ১৫ই মার্চ্চ—পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র-পরিষদের অষ্টম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে সূর্য্যনগরে বিরাট যে শিল্পমেলার আয়োজন করা হয়েছিল, সেই মেলার সমাপ্তি দিবস উপলক্ষে গতকাল কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পী সমন্বয়ে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ছাত্র-পরিষদ আর্থিক সাহায্যের জন্যই এই বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা শ্রীপাহাড়ী সান্যাল এবং শ্রীসবিতাব্রত দত্ত। সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীঅংশুমান রায়, শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখার্জী, শ্রীস্বপন গুপ্ত (রবীন্দ্র সঙ্গীত), শ্রীপ্রদীপ ঘোষ (আবৃত্তি) এবং শ্রীসবিতাব্রত দত্ত। মূকাভিনয় করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মূকাভিনেতা শ্রীযোগেশ দত্ত। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীপাহাড়ী সান্যাল।

পাটকাঠির বোঝাতে রাইফেল

সাগরদীঘি, ১১ই মার্চ্চ—গতকাল বিকেলে এই থানার ধনসিং গ্রামে গ্রামবাসীদের প্রচেষ্টায় পাটকাঠির বোঝার ভেতর থেকে একটি রাইফেল (নং ২ ৮) উদ্ধার করা হয়েছে।

প্রকাশ, কুটিরামপুর গ্রামের শ্রীকৃষ্ণ তেওয়ারী (২২) এবং ধনসিং গ্রামের এসাহাক সেখ একটি পাটকাঠির বোঝা মাথায় করে ঐ গ্রামের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবার সময় গ্রামবাসীরা চ্যালেঞ্জ জানালে বোঝাটি ফেলে তারা পালিয়ে যায়। গ্রামবাসীরা ঐ বোঝার ভেতর থেকে রাইফেলটি উদ্ধার করেন এবং পুলিশের হাতে সমর্পণ করেন। এ সম্পর্কে জিয়াগঞ্জ এবং সাগরদীঘি উভয় থানাতেই ডায়রী করা হয়েছে। ব্যাপক তদন্ত চলছে। এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

গম কাটা নিয়ে

সাগরদীঘি, ১৬ই মার্চ্চ—নবগ্রাম থানায় গতকাল গম কাটা নিয়ে নবকংগ্রেস এবং সি, পি, এম দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের খবর আজ এখানে পাওয়া গিয়েছে। এই সংঘর্ষে চারজন গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন বলে প্রকাশ। আহতদের সকলকেই হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়নি।

জঙ্গিপুরের নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

(১২)

নাট্য আন্দোলনের ৩য় পর্ব আরম্ভ হয় যতদূর স্মরণ হচ্ছে ১৯৩৪।৩৫ সালে। শ্রীমণীন্দ্রকুমার সেন মহাশয় মহকুমা-শাসক হয়ে এলেন। তিনি ম্যাকেঞ্জী পার্কে পর পর তিন বৎসর কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী করেন। ঐ প্রদর্শনীতে আমাদের সংস্থা প্রথম বৎসর ১ম রাত্রে "পথের শেষে" ও "সমবায়" নাটক করে। ২য় রাত্রে কলিকাতার বিখ্যাত অভিনেতা বাণীবাবু একক "সীতা" অভিনয় করেন। ২য় বৎসর জঙ্গিপুরের শিল্পীরা "মন্ত্রশক্তি" করেন। মথুরো চাকরের অভিনয়ে মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। ৩য় বৎসর আমরা "মানময়ী গার্ল স্কুল ও শাঁখের করাত" করি। এই অভিনয়ের জন্য প্রদর্শনী কমিটি আমাদের ৫০৲ টাকা দিয়েছিলেন।

(১৩)

এইখানে একটা কথা বলা দরকার। বিষ্ণুদা সেই সময় দেশবন্ধু পাঠাগারের বাৎসরিক উৎসবে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়কে সভাপতি করে নিয়ে এলেন। এই উৎসবে রবীন্দ্রনাথের 'বশীকরণ" ও বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কিন্তু হঠাৎ কলিকাতা থেকে বাবার অসুখের সংবাদ পেয়ে নাট্যানুষ্ঠান বর্জন করতে হয়। সেই দিন রাত্রে আমি ও যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয় কলিকাতা রওনা হই। বাসায় গিয়ে বাবাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখলাম। কলিকাতা মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে সেই সময় জলধর চট্টোপাধ্যায়ের "শক্তিরমন্ত্র" নাটক খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হচ্ছিল। বৈকালের দিকে একখানা টিকিট কিনে ফেললাম। তখনকার দিনে 'ফুটবলের ইণ্টারন্যাসন্যাল গেম্'-এর প্রচলন ছিল। মিনার্ভা কর্তৃপক্ষ মঞ্চে সেদিন খেলোয়াড়দের অভিনন্দন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। জলধর সেন মহাশয় সভাপতি ছিলেন।

(১৪)

এই সব কারণে নাটক রাত্রি ৮॥০ টায় আরম্ভ হল এবং একটি অঙ্ক শেষ হতে রাত্রি ৯।০টা বেজে গেল। আমাকে বাধ্য হয়ে চলে আসতে হল কারণ রাত্রি দশটায় বাবাকে ওষুধ দিতে হবে। তারপর দিন একখানা বই কিনে পড়তে শুরু করি। দিন সাতেকের পর বাবাকে নিয়ে বাড়ী আসি ও 'শক্তিমন্ত্র" নাটকের একটি অঙ্ক মহলায় ফেলি। এর কিছুদিন পর পূজোর ছুটী হল, আমিও কলকাতায় রওনা হলাম। পর পর ৬ রাত্রি নাটক দেখে Board'র বই'র সঙ্গে নাটক Edit করে নিই। প্রদর্শনী'র টাকা দিয়ে চুল, মালা, পোষাক ইত্যাদি খরিদ করে পূর্ণোদ্যমে মহলা আরম্ভ করি। প্রধান প্রধান ভূমিকায় অমূল্যবাবু, তারাপ্রসন্ন, গোবিন্দ গুপ্ত, শ্যামাপদ সরকার, রাম ও বটচন্দ্র, দীনেশ ও রাধেশ্যাম। শক্তিধরের ভূমিকায় আমি, ধূমকেতু তারিণীবাবু ও উল্কা, সুধীর দাস (বোঁচা)

(১৫)

যতদূর স্মরণ হচ্ছে ১৯৩৫ সালে নতুন সাজ-পোষাক ও দৃশ্যপট দিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করা হল। জনসাধারণ এই নাটক দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। পর পর কয়েক সপ্তাহ অভিনীত হওয়া সত্ত্বেও দর্শকের অভাব হয়নি। নাটকটির বিশেষ গুণ হচ্ছে প্রতিদৃশ্যে দর্শকের কৌতূহল জাগিয়ে রাখে। দৃশ্যের পর দৃশ্য কি হবে তার জন্য দর্শকরা উৎসুক হয়ে থাকেন। তার উপর উল্কা ও ধূমকেতুর নাচগানে নাটকটি জমজমাট হয়ে উঠে। মণীন্দ্র সেন মহাশয়ের বিদায় উপলক্ষ্যে ম্যাকেঞ্জি পার্ক মঞ্চে এই নাটকটি অভিনীত হয়। ২০।২৫ রাত্রি এই নাটকটির অভিনয় আমরা করি। এর শেষ অভিনয় মহকুমা-শাসক সুবোধবাবুর আমলে যে প্রদর্শনী হয় সেই প্রদর্শনী মঞ্চে। সেটা বোধ হয় ১৯৫৬ সাল। এবারে নতুন করে শিল্পী নির্বাচন করতে হয়েছিল কারণ ১৯৩৫ ও ১৯৫৬ সালের মধ্যে গঙ্গায় অনেক জল গড়িয়ে গেছে। বিশ্বনাথ দাস (কালু) শক্তিধরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে লোকের মন কেড়ে নেয়। ধূমকেতু ও উল্কা করে কোর্ট জমাদার কিরণবাবু ও কলিকাতার একটি ছেলে বিষু। মুক্তিকামের ভূমিকায় বিশ্বপতির অভিনয় অপূর্ব হয়েছিল।

(ক্রমশঃ)

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

বিদ্যালয়ের ক্রনিক রোগ

মহাশয়, সঙ্কীর্ণ স্থান, আটাকলের প্রচণ্ড শব্দ, ঘরের অসুবিধা প্রভৃতি বাধার মধ্যে দিয়ে এবং শীতের হি-হি, গ্রীষ্মের দাবদাহ ও বর্ষার জলঝাপ্টায় আর আলো-হাওয়াশূন্য দমবন্ধ ভাপসায় বছরের পর বছর ধরে জঙ্গিপুর পৌরসভাধীন রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অসহায় কচি শিশুদের ভবিষ্যৎ গড়বার কাজে নিযুক্ত থাকতে হয়। ১৯৬৭ সাল থেকে অভিভাবক হিসেবে আমি এই হাল দেখে আসছি। বিদ্যালয়টির সম্প্রসারণ বা স্থানান্তরিত-করণের কোন লক্ষণ নাই।

সম্প্রতি এর চালাঘরখানি যার দৈন্যদশার কথা পৌরপতিকে মাসাধিককাল (২৪।১।৭৩) পূর্বে জানান হয়, নিরুপায় অবস্থায় প্রাণহানি না ঘটিয়ে আপন প্রাণ দিয়েছে আর এর জন্যে হয়ত অশৌচকাল চলছে বলে গত ৮.৩.৭৩ তারিখ হতে শ্রেণীবিশেষের অধ্যাপনা বন্ধ আছে। অশৌচ শেষ হয়নি।

বিদ্যালয়টির বর্তমান পঙ্গু অবস্থা দূর করতে এবং উল্লেখিত অসুবিধার ক্রনিক রোগ নিরাময় করতে পৌরকর্তৃপক্ষকে তৎপর হওয়ার সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি। জনৈক অভিভাবক

বাসে-ট্রাকে

বহরমপুর, ১৪ই মার্চ্চ গতকাল ষ্টেশন রোডের উপর পাথর বোঝাই একটি ট্রাকের সঙ্গে ষ্টেট বাসের মুখোমুখী ধাক্কা লাগায় ট্রাকের চালক এবং ক্লীনার জখম হয়। আশংকাজনক অবস্থায় তাদেরকে সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে। এই সংঘর্ষে ট্রাকটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাসের কারও কোন আঘাত লাগেনি।

অনাহারে মৃত্যু

সাগরদীঘি, ১৪ই মার্চ্চ—গতকাল এই থানার ব্রাহ্মণীগ্রামের গোলে বিবি নাম্নী একজন স্ত্রীলোক দীর্ঘদিন অনাহারের ফলে শোচনীয়ভাবে মারা গিয়েছেন। এই থানার বিভিন্ন গ্রামে অনেককেই অর্দ্ধাহার, অনাহারে থাকতে হচ্ছে। এদিকে খয়রাতি সাহায্যও কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

৩৪ হাজার মৎস্যজীবী বিপন্ন কার জন্যে ?

রঘুনাথগঞ্জ থানার পুঠিয়া গ্রামের কাছে পদ্মা-নদীকে বেড়জালে ঘিরে মাছের গতি রুদ্ধ করা হচ্ছে। ফলে রাজমহল থেকে শুরু করে মালদহের কালিয়াচক থানা এলাকা এবং ফরাক্কা, নয়নসুখ, ব্রাহ্মণীগ্রাম, হাজারপুর, ধুলিয়ান, নিমতিতা, ধুসরি-পাড়া, ইন্দ্রনগর প্রভৃতি স্থান জুড়ে প্রায় ৩৪ হাজার মৎস্যজীবীর রুজিরোজগার বন্ধ প্রায়। খবরে প্রকাশ, মৎস্যজীবীরা জঙ্গিপুর মহকুমা-শাসক, জেলা-শাসক ও শীষ মহম্মদ এম, এল, এ—মহাশয়দের কাছে আশু প্রতিকারের দাবী জানিয়েছেন। লালগোলা অঞ্চলের কয়েকজন কায়েমী স্বার্থের মৎস্যজীবী নাকি এই কাজ করছেন এক শক্ত খুঁটির মদৎ পেয়ে।

জঙ্গিপুর মুর্নিরিয়া হাই মাদ্রাসা পর্ব

জঙ্গিপুর, ১৫ই মার্চ্চ—গত ১২।৩।৭৩ তারিখ মাদ্রাসায় এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। প্রকাশ, মাদ্রাসার জনৈক শিক্ষকের কাছ থেকে প্রেস করবেন বলে বর্তমান প্রধান শিক্ষক কয়েক বছর আগে বেশ কিছু টাকা নেন। বছরের পর বছর গেলেও উক্ত শিক্ষক না পেলেন টাকা ফেরৎ; না হল প্রেস। তাই এই দিন টাকা চাইলেন তিনি। জবাবে প্রধান শিক্ষক মহাশয় বললেন যে, টাকা নিতে হলে কলকাতা যেতে হবে ইত্যাদি। এই শুনে উক্ত শিক্ষকের এক সঙ্গী প্রধান শিক্ষককে টাকা না দেওয়ার জন্যে অনুযোগ করলে জনৈক নবনিযুক্ত শিক্ষক তাঁকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবেন বলেন। ফলে সঙ্গীটির সঙ্গে তাঁর উত্তেজক কথাবার্তার বিনিময় হতে থাকে। চীৎকার, গোলমাল শুনে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। প্রধান শিক্ষক ও নবনিযুক্ত শিক্ষককে তাঁরা ধিক্কার দিতে থাকেন। মাদ্রাসার বর্তমান শোচনীয় অবস্থার জন্যে তাঁরা প্রধান শিক্ষক ও তাঁর একান্ত বশংবদ কয়েকজনের নিন্দা করেন। প্রধান শিক্ষক ও নবনিযুক্ত শিক্ষক দুঃখ প্রকাশ করলে ব্যাপারটা মিটে যায়। আরও প্রকাশ যে, প্রধান শিক্ষক মহাশয় আরও কোন কোন লোকের কাছ থেকে নাকি প্রেস খুলবেন বলে টাকা নিয়েছিলেন। তাঁরা সে সব টাকা ফেরত পেয়ে থাকলেও সংশ্লিষ্ট শিক্ষক কিন্তু টাকা পাননি।

পদ্মা-ভাঙ্গনে কংগ্রেসী জনসভা ও মিছিল

রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ই মার্চ্চ—গত ১৬ই মার্চ্চ সম্মতি-নগর বাজারে রঘুনাথগঞ্জ ব্লক—১ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅম্বিকাচরণ দাসের পৌরোহিত্যে এক জনসভায় ঘোষণা করা হয় যে, বিশ্বনাথপুর থেকে ভাটিতে চার মাইল পদ্মার তীর বাঁধানর কাজ ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ নিজের হাতে নিয়েছেন এবং এই বাবদে সাড়ে চার কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছে। তার পর থেকে খান্দুয়া পর্যন্ত বাঁধাতে রাজ্য সরকার আপাততঃ নয় লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন।

পরদিন ভাঙ্গন কবলিত গ্রামবাসীদের নিয়ে এক মিছিল বের করা হয়। মহকুমা-শাসক মহাশয় মিছিলের প্রতিনিধিদের বলেন যে, পনের দিনের মধ্যে কাজ আরম্ভ হবে বলে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানিয়েছেন।

বসন্তে নয়জনের মৃত্যু

বহরমপুর, ১৪ই মার্চ্চ—গতকাল পর্যন্ত এখানে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে আট জনের মৃত্যু ঘটেছে। শহরের বিভিন্ন পল্লীতে এই রোগ ক্রমশঃই সংক্রমিত হচ্ছে। সৈদাবাদে একই বাড়ীতে তিনজন, জেলে-পাড়ায় তিনজন, আমড়াতলায় একজন এবং চিড়েকুঠিপাড়ায় একজন মারা গিয়েছেন।

আমাদের সাগরদীঘির সংবাদদাতা জানাচ্ছেন ঐ থানার রতনপুর গ্রামে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। মৃত্যুর সংখ্যা এক।

অগ্নিকাণ্ড

আহিরণ, ১৭ই মার্চ্চ গত ১৪ই মার্চ্চ বাঙ্গাবড়ী গ্রামের শ্রীচরণ দাসের মুদীখানার দোকানে আগুন লেগে দোকানটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক আট হাজার টাকা। এই গ্রামের মান্নু মণ্ডলের বাড়ীটিও কয়েকদিন আগে আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে।

স্বল্প-সঞ্চয়ের উপর আলোচনাচক্র

মির্জাপুর, ১৮ই মার্চ্চ—গত ১৫ই মার্চ্চ স্থানীয় শিবরাম স্মৃতি পাঠাগারে এবং ১৭ই মার্চ্চ জঙ্গিপুর মিউনিসি-প্যাল হলে স্বল্প-সঞ্চয়ের উপর এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এখানে মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের সৌজন্যে "সাজান বাগান শুকায়ে যায় না" নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। এই দুই আলোচনাচক্রে মোট ২,৩০০-০০ টাকা সংগৃহীত হয়।

চর এলাকায় ফসল কাটা নিয়ে কোনরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি

ধুলিয়ান, ১৫ই মার্চ্চ—গত দশ বৎসর যাবৎ সমসেরগঞ্জ ও সুতী থানার চর এলাকায় ফসল কাটাকে কেন্দ্র করে মারামারি জীবননাশের ঘটনা ঘটে চলেছিল। এবার কিন্তু তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। এর মূলে ধুলিয়ানের ওয়াজেদ আলির নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা উল্লেখ্য। তাঁর চেষ্টায় সমসেরগঞ্জ থানা এলাকায় শান্তি কমিটি গঠিত হয়। তাছাড়া এবার চর এলাকায় ফসল কাটা নিয়ে কোনরূপ অশান্তি যাতে না হয় তার জন্য সুতী ও সমসেরগঞ্জ থানার পুলিশ অফিসার ও জেলা-শাসক সজাগ ছিলেন।

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ) শ্রীত্রিদিব চৌধুরীর ভাঙ্গন এলাকা পরিদর্শন

কেবলমাত্র ভূপতি বাবুই নন, কারখানা, রামদান্টুলি প্রভৃতি ১০/১২টি গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় পাঁচশত পরিবারের মানুষের করুণ আবেদন, "আমাদের বাঁচা । অবিলম্বে বাঁধ নির্ম্মাণ না করলে আমাদের এই শেষ আশ্রয়টুকুও রাক্ষসী পদ্মা গ্রাস করবে।" তাঁদের জমিগুলিতেও বালির চর সৃষ্টি হয়েছে—সুতরং ঐ সমস্ত জমিতে চাষাবাদেরও কোন উপায় নেই।

সফর শেষে শ্রীচৌধুরী সম্মতি গরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বলেন, আমি আমার দলের প্রচারের জন্য এখানে আসিনি--আমি এসেছি ভাঙ্গনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের মতানৈক্যের কথা আপনাদের জানাতে। টাকা রাজ্যের নয়, কেন্দ্রেরও নয়—টাকা আমাদের, সুতরাং বিপদের দিনে আমাদেরকে সাহায্য করতেই হবে। তা না হলে নিমতিতা থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত বিপদ আসতে বাধ্য। এক প্রশ্নোত্তরে শ্রীচৌধুরী আমাদের জানান যে, ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ স্পার নির্ম্মাণের জন্য সাড়ে চার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অনুরূপ প্রকল্প পেলে তাঁরা ভেবে দেখতে পারেন। তবে বর্ষা আসতে আর মাত্র ৫৫ দিন দেরী আছে—সুতরাং বর্ষার আগে গঙ্গায় কোন কাজ করা সম্ভব নয়।

গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধে স্বল্প ও দীর্ঘ.ময়াদী কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন এবং ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের ক্ষতিপূরণের দাবীতে কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীদেবু ব্যানার্জী, শ্রীশিবু সান্যাল প্রমুখ আগামী ২৬শে মার্চ্চ বিধানসভা অভিযানে সকলকে সামিল হওয়ার জন্য আবেদন জানান।

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ) ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আহ্বান

এবং তাঁদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি কবা হচ্ছে। এই সারকুলার সকলকে হতাশ করেছে। ১৯৪৮ সালের গ্রান্ট-ইন-এইড নিয়মানুযায়ী ১৫০ ছাত্র হলে সরকারী স্বীকৃতি মিলত এবং ২০০ ছাত্র হলে অনুদানের আওতায় আসা যেত। বর্তমান সারকুলারটি ৪।৩।৭৩ তারিখের, ১৩।৩।৭৩ বিদ্যালয়সমূহে এসেছে। আর ২৫।৩।৭৩ এর মধ্যে অনুদানের জন্যে আবেদন করতে হবে এবং এর জন্যে পালনীয় সর্তাদির অন্যতম—ছাত্র সংখ্যা অন্ততঃ ২৫০ হতে হবে। হঠাৎ ৫০ জন ছাত্র কোন ছোট স্কুল কি ভাবে সংগ্রহ করবে? সারকুলার অনুযায়ী বিদ্যালয়ের কনটিনজেনসি বাবত বরাদ্দ টাকা সরকার দেবেন না এবং এই বাবত খরচ কোথা থেকে জুটবে তার ব্যবস্থা নাই। বরং ডেভেলপমেণ্ট খাতে আদায়-কৃত টাকাকেও আয় ধরে নিয়ে মূল গ্র্যাণ্ট থেকে বাদ দেওয়া হবে। এই ব্যবস্থা ১।৫।৭২ হতে চালু করা হল; এর জন্যে কোন বিদ্যালয়ই প্রস্তুত ছিল না। এইভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের টাকা কেটে নিয়ে লাম্পগ্রাণ্ট বিদ্যালয়-গুলিকে সাহায্যদানের আওতায় আনা হচ্ছে। যারা অনুদানের কঠিন সর্তাদির অনেকগুলিই পূরণ করতে পারবে না। আর এর জন্যে সরকারের আর্থিক দায়িত্বও বাড়ছে না। সারকুলারে কেবলমাত্র এ্যাপ্রুভ্ড্ শিক্ষকদের বেতন বিবেচিত হবে বলা হয়েছে। সরকারী অফিসে কর্মতৎপরতায় শিক্ষকনিয়োগের এ্যাপ্রুভ্যাল আসতে কয়েকবছরও কেটে যায়; ফলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির করুণার পাত্র হয়ে থাকতে হবে। তিনি বলেন, 'আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে বাঁচার দাবীতে সংগ্রাম করতে হবে।' পরম পরি-তাপের কথা, গত বছর যে কেন্দ্রীয় শিক্ষাখাতে ১৩৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়, এবারে সেখানে ৬ কোটি টাকা কমান হয়েছে সর্বস্তরের খাতে বরাদ্দ বাড়ান হলেও। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির এই অগ্নিময় দিনগুলিতে শিক্ষকদের দুর্ভাগ্য নিয়ে এই পৈশাচিক খেলা চলেছে। আবার ১০০ কোটি টাকা নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষার জন্যে খরচ করার কথা বলা হয়েছে। এই টাকা কিণ্ডারগার্টেন ধরণের বিদ্যালয়ের জন্যে ব্যয়িত হবে যে প্রতিষ্ঠানে সাধারণ মানুষের সন্তান-সন্ততি পাঠাবার আর্থিক ক্ষমতা থাকবে না, থাকবে আমলাদেরই যাঁরা ঐ বাবতে ভরতুকি পাবেন। তার বরাদ্দ এই ১০০ কোটি টাকা। শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি ঘটানোর কী সুন্দর ব্যবস্থা! শ্রীবিশ্বাস আরও বলেন, 'দলমত নির্বিশেষে সকল শিক্ষকসংস্থাকে সংগ্রাম করতে হবে। এ ছাড়া শিক্ষার নৈরাজ্য হতে বাঁচবার উপায় নাই। আর সেই সংগ্রামে সুষ্ঠু নেতৃত্ব নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতিই দিতে পারে। আপনারা লৌহদৃঢ় ঐক্য নিয়ে সমিতিকে শক্তি দিতে সামিল হোন। এ লড়াই নিজের নিজের বাঁচার লড়াই, এ দাবী বাঁচার দাবী।'

সভাপতি তাঁর ভাষণে শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করে বলেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষকদের ভাগ্যে যে সার্বিক আঘাত এসেছে, তার জন্যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম প্রয়োজন।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্ন যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

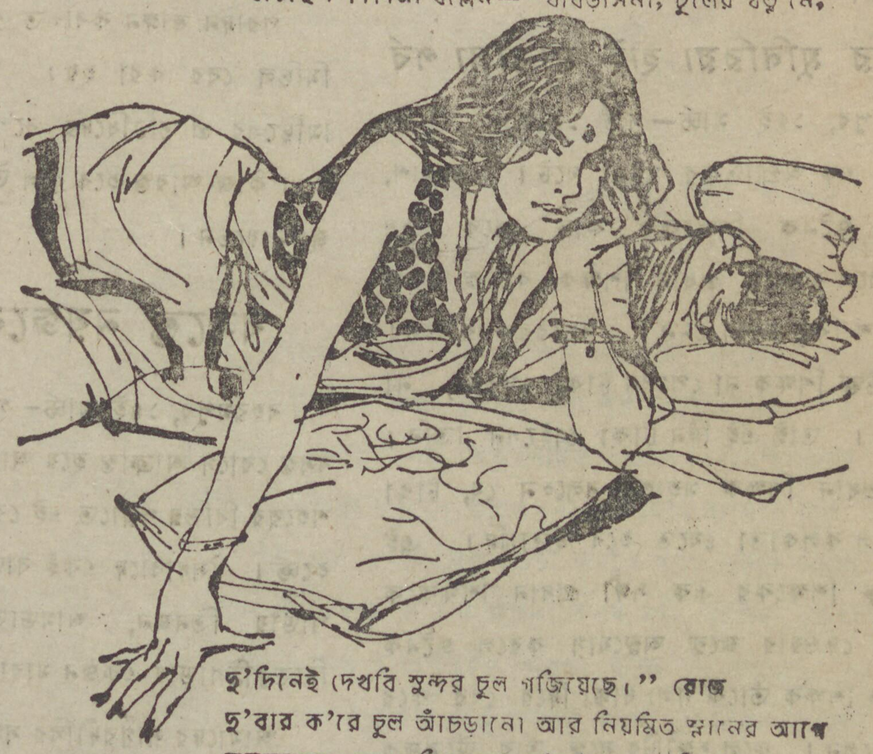

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।